স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বিএড প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের পাঠদান অনুশীলন বিষয়ে নির্দেশনাবলী

- পাঠদান অনুশীলন শুরুর আগেই নির্ধারিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট থেকে নিজ কাজের কর্মসূচি গ্রহণ করবেন।
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, বই, পর্যবেক্ষণ ডায়েরি এবং একটি ব্যাগ সংগ্রহ করতে হবে।
- প্রশিক্ষণার্থীদের মার্জিত ও পরিস্কার পোশাক পরিধান করতে হবে।
- পাঠদানের জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে পাঠটীকা অনুমোদন করতে হবে।
- পাঠদান শেষে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট হতে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এই মর্মে এই পরিকল্পনায় অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
- প্রতিষ্ঠান প্রধানের নির্দেশে অতিরিক্ত শ্রেণি পাঠ পরিচালনা করতে হবে। তবে তার জন্য পরে পাঠটীকা তৈরি ও অনুমোদন করা যাবে।

পাঠদান অনুশীলন পরীক্ষার বিশেষ নির্দেশাবলী

- শ্রেণিকক্ষে মান ভাষা ব্যবহার করতে হবে।
- চকবোর্ডের যথাযথ ব্যবহার এবং শ্রেণি উপযোগী প্রমাণ সাইজের উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।
- পাঠের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পাঠটীকা অনুযায়ী পাঠদান করতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে।
- রূঢ় আচরণ, গালমন্দ ও বেত্রাঘাত করা যাবে না।
- নির্দেশক কাঠি, চার্ট, মডেল, পোস্টার, বাস্তব বস্তু ও দৃশ্যাবলী ব্যবহার করতে হবে।
- উপকরণ ব্যবহার করার পরপরই যথাস্থানে সরিয়ে রাখতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষে প্রধান শিক্ষক/ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বসার জন্য পিছনে পরিস্কার চেয়ার, পর্যবেক্ষণ ডায়েরি এবং পাঠটীকা রাখতে হবে।
- মুদ্রাদোষ পরিহার অপরিহার্য।
- যথাস্থানে দাঁড়িয়ে পাঠ ঘোষণা করতে হবে এবং দলগত কাজ সম্পাদনের প্রয়োজনে শ্রেণির প্রত্যেক দলের কাছে যেতে হবে ও সহযোগিতা করতে হবে। তবে কোনক্রমেই ছাত্র-ছাত্রীদের তিরস্কার করা যাবে না।
- সমগ্র শ্রেণিকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের নাম জেনে রাখা ভাল।
- পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাঠের শিরোনামটি বোর্ডের উপরে মাঝখানে বড় করে লেখা থাকবে।
- সবল ও দুর্বল মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নিকট হতে প্রশ্নের উত্তর আদায়ের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

পাঠদান অনুশীলন পরীক্ষায় প্রশিক্ষণার্থীদের যে সকল মৌলিক দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে হবে

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণের জন্য ন্যূনতম কিছু শিখন যোগ্যতা প্রদর্শন করতে হবে।
- এনসিটিবি প্রণীত মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্য বইয়ের জ্ঞান ও বোধগম্যতা অর্জন।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই (SBA) এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের চাহিদাসমূহের মূল্যায়ন।
- উঁচু স্তর ও নিচু স্তরের শিখন উদ্দেশ্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের ধারণা অর্জন।
- শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থপূর্ণ এবং চিন্তনের সুযোগ সম্বলিত পাঠের পরিকল্পনা কীভাবে করতে হয় তার জ্ঞান।
- সুলভ, সহজলভ্য ব্যবহারিক বিভিন্ন সামগ্রীর শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে সচেতনতা এবং তৈরির দক্ষতা।
- মূল্যযাচাইয়ের সরল ও আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির নকশা তৈরীর পরিকল্পনা কীভাবে করা যায় তার জ্ঞান।
- শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্ত করা, শ্রেণিবিন্যাস ব্যবস্থাপনা এবং পাঠের সূচনা করার দক্ষতা অর্জন।
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার অবিরাম পদ্ধতির সচেতনতা।
- একটি ধারণার সরল, স্পষ্ট এবং শ্রবণযোগ্য ব্যাখ্যা দেবার দক্ষতা।
- বদ্ধ ও মুক্ত প্রশ্নের মধ্যে পার্থক্যের জ্ঞান এবং ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন।
- ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা এবং রেখার বিন্যাস এর দক্ষতা অর্জন।
- সতীর্থদের পাঠদান অনুশীলন (সিমুলেশন) পর্যবেক্ষণ এবং তার থেকে শেখার মানসিকতা।
- সতীর্থদের শিক্ষণে বর্ণনামূলক ফলাবর্তন (Feedback) দেয়ার দক্ষতা অর্জন।
- টিউটর কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত কাজ কিভাবে পরিকল্পনা ও দায়িত্বভার গ্রহণ করা যায় তার পরিকল্পনা।
- কর্মসহায়ক গবেষণার কলাকৌশল ব্যবহার করে তাদের শিক্ষণ-শিখনের অবস্থার পরিবর্তনের ইচ্ছা।
- সহানুভূতি, পাঠ প্রস্তুতি, শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ও ভাল রাখার পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন।
- শ্রেণিকক্ষের ভিতরের ও বাইরের শিক্ষণের বিভিন্ন দক্ষতা ও শিক্ষকের বিভিন্ন পেশাগত দায়িত্বের প্রদর্শন।
- বিষয় শিক্ষণকে কীভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদার সাথে সম্পর্কিত করে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ অর্জনে অবদান রাখা।
- শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক কাজে নিয়োজিত করার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জ্ঞান।
- পরস্পর সম্পর্কিত ৪-৬টি পাঠ সম্বলিত ইউনিট পরিকল্পনা এবং উপকরণ সংগ্রহ করার দক্ষতা।
- যে জ্ঞানের ভিত্তি করে পাঠটি গড়ে উঠেছে, তার উপর শিক্ষার্থীদের পূর্ব ধারণা প্রতিষ্ঠা করা।
- ব্যক্তিগত শিক্ষণকে ত্বরান্বিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সৃষ্টির দক্ষতা।
- শিখন কাজ নির্ধারণের দক্ষতা এবং অর্পিত কাজ থেকে শিক্ষার্থীর শিখন তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন।
- উপকরণ ও দক্ষতার মধ্যে লুপ্ত শিখন ক্ষমতার অনুধাবন করতে পারা।
- মুক্ত প্রশ্ন তৈরি এবং এ ধরনের প্রশ্নের প্রয়োগ কৌশলের অনানুষ্ঠানিক মূল্য যাচাই ও দক্ষতা অর্জন।
- বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কাজে শিক্ষার্থীদের পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধান করার জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন।
- শিক্ষার্থী শিখনের ধারণা এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সম্পর্কিত পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি।
- শিক্ষণ-শিখনের বিশ্লেষণ করা, স্ব-মূল্যায়ন এবং প্রতিফলনমূলকভাবে লেখার দক্ষতা হাসিল।

পাঠদান মূল্যায়নের চেকলিস্ট

	ক্রমিক নম্বর	দক্ষতাসমূহ	ব্যবহারের মাত্রা			
			খুবই ভালো	ভালো	মোটামুটি	উন্নয়ন প্রয়োজন
ভূমিকা	১.	শুভেচ্ছা বিনিময়				
	২.	সংযোগ স্থাপন				
	৩.	পূর্বজ্ঞান যাচাই				
	৪.	পাঠ শিরোনাম ঘোষণা				
	৫.	শিখনফল ঘোষণা				
উন্নয়ন						
	৬.	পাঠ পরিকল্পনার ক্রম অনুসরণ				
	৭.	আত্মবিশ্বাসের সাথে বক্তৃতা প্রদান				
	৮.	কন্ঠের উঠানামা				
	৯.	পাঠের বিষয়ের পরিস্কার ব্যাখ্যা প্রদান				
	১০.	বাস্তবধর্মী উদাহরণ দেওয়া				
	১১.	প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর প্রদান				
	১২.	শ্রেণিকক্ষ প্রাণবন্ত রাখা				
	১৩.	শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা				
	১৪.	বিভিন্ন শিখন কৌশলের ব্যবহার করা				
	১৫.	শিখন উপকরণ ব্যবহার করা				
	১৬.	শারীরিক অঙ্গভঙ্গি				
	১৭.	পাঠের বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দের উপর জোর দেওয়া				
	১৮.	সময়মত শেষ করা				
	১৯.	শিক্ষার্থীদের খাতা পরীক্ষা করা				
উপসংহার						
	২০.	পুনরালোচনা				
	২১.	ফলাবর্তন				
	২২.	শিখনফল যাচাই				
	২৩.	সহায়ক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা				
	২৪.	বাড়ীর কাজ দেওয়া				
	২৫.	পরবর্তী ক্লাসের বিষয় উল্লেখ করা				
সার্বিক মূল্যায়ন						
অন্যান্য মতামত:						